



## বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড  
প্রশিক্ষণ একাডেমি ভবন (৩য় তলা)  
নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯  
টেলিফোন: ০২-৮৯০০৩১৭  
ই-মেইল: prdreb@gmail.com

স্মারক নং-২৭.১২.০০০০.০২১.৭২.১৭১.২৩.২০১৬

তারিখ: ০৬ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ  
১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

**বিষয়:** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় বাপবিবো এর অংশীজনদের সাথে শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চা বিষয়ক ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৩য় কোয়ার্টারের ভার্চুয়াল সভার কার্যবিবরণী

প্রধান অতিথি : মোহাং সেলিম উদ্দিন, চেয়ারম্যান, বাপবিবো  
সভাপতি : সদস্য (প্রশাসন), বাপবিবো  
সভার তারিখ ও সময় : ১৬-০২-২০২৩ খ্রি., রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকা  
স্থান : অংশগ্রহণকারীদের স্ব স্ব অবস্থান  
উপস্থিতি : ১। বাপবিবোর সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী  
২। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজারসহ পবিসের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ০২ জন গ্রাহক  
৩। বাপবিবো'র তালিকাভুক্ত লাইন/পূর্ত নির্মাণ ঠিকাদার, পরিবহন ঠিকাদার, মালামাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, লাইন/পূর্ত নির্মাণ উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ব্যাংক/বীমা/আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিলিং সফটওয়্যার রিটেইনার প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া প্রতিনিধি, পরিবহন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/গাড়ী মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান/ওয়ার্কশপ, মেডিকেল রিটেইনার, আউটসোর্সিং এ জনবল নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান

সভাপতি ভার্চুয়ালি সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির সম্মতিক্রমে ও বাপবিবো'র শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং পরিচালক (জনসংযোগ) জনাব মোঃ আবুল হোসেন এর নির্দেশনাক্রমে উপ-পরিচালক (জনসংযোগ) জনাব গাজী জহিরুল ইসলাম সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

০২। আলোচনায় অংশ নিয়ে বাপবিবো'র শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও পরিচালক (জনসংযোগ) জনাব মোঃ আবুল হোসেন এর পক্ষে উপ-পরিচালক (জনসংযোগ) জনাব গাজী জহিরুল ইসলাম উল্লেখ করেন যে, বাপবিবো'র ন্যায় সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সুশাসন ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ও অংশীজনদের শুদ্ধাচার চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি আরোও বলেন, বাপবিবো'র শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ১.৩ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক অর্থবছরের প্রতি কোয়ার্টারে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ০১ (এক)টি আলোচনা সভা আয়োজনের বাধ্যবাধকতা থাকায় আলোচ্য ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২২-২৩ মোতাবেক “এ সভায় আবশ্যিকভাবে সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে”। এরূপ সভা আয়োজনের মাধ্যমে পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধি করে এবং সেবা প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর মধ্যে মত পার্থক্য দূর করে বিধায় এটি উত্তম চর্চা হিসেবে বিবেচ্য। এছাড়াও, তিনি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী করণীয় এবং তা যথাযথভাবে প্রতিপালনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

০৩। আলোচনায় সিটিজেন চার্টার বিষয়ে পরিচালক, (কর্মচারী প্রশাসন) এর পক্ষে উপ-পরিচালক (কর্ম-২) জনাব হেদায়েত উল্লাহ কবির বলেন যে, সিটিজেন চার্টার হলো জনগণের সেবা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি/অঙ্গীকার। সিটিজেন চার্টার হচ্ছে সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কোন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত এমন একটি দলিল (document) বা ঘোষণাপত্র (declaration), যাতে উক্ত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কাদের কী ধরনের সেবা প্রদান করবে, কী পরিমাণ প্রদান করবে, কত সময়ের মধ্যে সেবা প্রদান করবে, কোন ধরনের সেবা পেতে কী পরিমাণ খরচ হবে এবং যথাযথভাবে সেবা না পেলে তার প্রতিকারের জন্য জনগণ কোথায় ও কী প্রক্রিয়ায় অভিযোগ দাখিল করবে; তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়। অন্য কথায়, নাগরিক সনদ হচ্ছে সরকারি সেবার মান সম্পর্কে জনগণ ও সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে এক ধরনের সমঝোতা স্মারক (understanding), যাতে জনগণের প্রত্যাশা ও সেবা প্রদানকারীদের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটে থাকে।

৪। আলোচনায় সিটিজেন চার্টার বিষয়ে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পবিস-১ বলেন, সিটিজেন চার্টার হল কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত সেবার বিবৃতি অর্থাৎ যে কোন অফিসে জনগণ/সেবা গ্রহীতার কি কি সেবা কিভাবে পাবে তা পরিষ্কারভাবে যে সনদের মাধ্যমে জানানো হয় সেটা হচ্ছে সিটিজেন চার্টার। নাগরিক সনদের ধারণাটি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর ১৯৯১ সালে প্রবর্তন করেছিলেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সবচেয়ে মৌলিক সাংবিধানিক অঙ্গীকার হল রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণকে প্রথমে রাখা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, “প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে”। সরকারকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, আইনি ও রাজনৈতিক স্থান তৈরি করার অঙ্গীকারের পিছনে রয়েছে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক শাসনের কথা। সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করে পবিসের প্রবেশ মুখে দর্শনযোগ্য স্থানে স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সেবা গ্রহণে আগত সম্মানিত গ্রাহকগণ খুব সহজেই তা দেখতে, পড়তে এবং সে অনুযায়ী সেবা নিতে পারে।

অ.প.দ.

০৫। আলোচনায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (কেন্দ্রীয়াঞ্চল) পরিদপ্তর এর পক্ষে উপ-পরিচালক জনাব মোঃ জিয়া সাইমুম তাঁর বক্তব্যের শুরুতে বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, “সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য”। তিনি বলেন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/পরিদপ্তর কর্তৃক প্রদানকৃত সেবা নিশ্চিতকরণের একটি প্ল্যাটফর্ম। জিআরএস ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দপ্তরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের একজন নাগরিক যে কোনো সেবার বিরুদ্ধে তার অসন্তোষ বা ক্ষোভ জানিয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। অভিযোগকারী নাগরিককে তাঁর অভিযোগের বিষয়ে যেকোনো ধরনের অগ্রগতি বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করা এবং কোনো বিষয়ে তাঁর মূল্যবান মতামত বা পরামর্শ মূল্যায়ন করাও এই ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীরাও একইভাবে যে কোনো সেবার বিপরীতে তাঁদের অভিযোগ এখানে জানাতে পারবেন। বাপবিবো’র কার্যক্রমে গ্রাহক অভিযোগ প্রতিকারে ১৭৪২টি অভিযোগ কেন্দ্র রয়েছে। উক্ত অভিযোগ কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্ত সকল অভিযোগ যাচাই-বাছাই করতঃ নিরসন করা হয়। বর্তমানে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার আওতায় প্রতিটি সরকারি দপ্তরে অভিযোগ নিরসনের লক্ষ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপীল কর্মকর্তা নিযুক্ত রয়েছে।

০৬। আলোচনায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, নরসিংদী পবিস-১ বলেন, শতভাগ বিদ্যুতায়নের পরবর্তী কার্যক্রম হচ্ছে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন করা। সেলক্ষ্যে পবিস কর্তৃক কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রাপ্ত গ্রাহক অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয়। তিনি বলেন, জরুরি অভিযোগসমূহ যেমন- মিটার বা ট্রান্সফরমার পুড়ে যাওয়া, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া ইত্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা হয়।

০৭। আলোচনায় শুদ্ধাচার বিষয়ে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, নারায়ণগঞ্জ পবিস-১ বলেন, বাপবিবো তথা পবিসের ন্যায় সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সুশাসন ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ও অংশীজনদের শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার গুরুত্বারোপ করে এরূপ সভা আয়োজনের মাধ্যমে পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধি এবং সেবাপ্রদানকারী ও গ্রহণকারীর মধ্যে মতপার্থক্য দূর করার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে সম্মানীয় গ্রাহক কোন বিষয়ে তাঁর মূল্যবান মতামত বা পরামর্শ জানাতে পারেন এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীরাও সেবা প্রদানে তাদের স্ব স্ব অবস্থানকে উন্নত করতে বা মানোন্নয়নের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

০৮। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ঢাকা পবিস-১ এর বাণিজ্যিক গ্রাহক জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন, নারায়ণগঞ্জ পবিস-১ এর শিল্প গ্রাহক জনাব মোঃ রাকিবুল হাসান ও রংপুর পবিস-১ সেচ গ্রাহক জনাব মোঃ মুন্নাফ মিয়া বাপবিবো ও পবিসের শুদ্ধাচার চর্চায় এরূপ সভা আয়োজনে সন্তোষ প্রকাশ করে।

০৯। আলোচনায় তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসংযোগ পরিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব গাজী জহিরুল ইসলাম তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব বোঝাতে ফরাসি বিপ্লব এর প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করেছেন। ‘Right to Say it’ নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত জনসাধারণের মনোজগতে পরিবর্তন ও বিপ্লব ঘটানোর লক্ষ্যে ফরাসি জনসাধারণকে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লব সম্ভব হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ প্রতিপালনের মাধ্যমে “Right to know it” নিশ্চিত করা হয়েছে। ‘সিটিজেন চার্টার’ ও ‘অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবে। তিনি বাপবিবো’র ওয়েবসাইটে ‘শুদ্ধাচার, ও ‘তথ্য অধিকার’ সংক্রান্ত সেবা বক্সসমূহের ন্যায় প্রতিটি পবিসের ওয়েবসাইট আপডেট করার জন্য পবিসের সিনিয়র জিএম/জিএম মহোদয়গণকে অনুরোধ জানান। তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করার লক্ষ্যে ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনে জনগণের তথ্য জানার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ মোতাবেক প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য গ্রাহকের নিকট সহজলভ্য করে প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, “ ‘Right to Information’ ‘Freedom of information’ ‘Access to information’ all three are the similar laws in different parts of the world.” ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি এ তিনটি বিষয়ে সকলকে আরো সচেতন ও সচেতন হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

অতএব, গ্রাহকের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে বিধায় সকলকে তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

১০। অংশীজনদের মধ্যে লাইন নির্মাণ/পূর্ত নির্মাণ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে মেসার্স উন্নমন এন্টারপ্রাইজ এর প্রতিনিধি জনাব মোঃ আবুল বাশার বাপবিবো’র শুদ্ধাচার চর্চায় এরূপ সভা আয়োজন করায় বাপবিবো’র চেয়ারম্যান মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সেই সাথে তিনি বাপবিবো ও পবিস কর্তৃক প্রদত্ত সেবার মান নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

১১। মালামাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স বিআরবি ক্যাভলস এর পক্ষ হতে জনাব রফিকুল ইসলাম রনি শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় বাপবিবো’র এরূপ সভা আয়োজন করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং নিয়মিত এ ধারা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান। বাপবিবো-তে মানসম্পন্ন মালামাল সরবরাহ করার কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক সুসম্পর্ক ইতোপূর্বে বজায় ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বাপবিবো থেকে প্রত্যাশার চেয়ে প্রাপ্তি বেশি হওয়ায় তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১২। ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর মধ্য হতে মোঃ রমজান বাহার, ডিএমডি, জনতা ব্যাংক লিমিটেড ও আবেদুর রহমান সিকদার, ডিএমডি, ডাচ বাংলা ব্যাংক লি. বাপবিবো/পবিসের সাথে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাপক সহযোগিতা পাওয়ায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৫]

অ.পূ.দ্র.

১৩। নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব) জনাব মোঃ হোসেন পাটোয়ারী তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণের লক্ষ্যে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র উদ্যোগে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে আরো অগ্রসর করার ক্ষেত্রে অংশীজনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১৪। সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন) জনাব দেবশীষ চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যে বাপবিবো'র কার্যক্রমে সকল অংশীজনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখ করেন। একইসাথে 'আলোর ফেরিওয়ালা' কার্যক্রম চলমান রেখে গ্রাহক সেবায় নিজেদের আরো তৎপর হওয়ার পরামর্শ দেন।

১৫। সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন বলেন যে, আরইবি শুদ্ধাচার চর্চায় অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সকল অংশীজনের সাথে এ ধরনের সভা আয়োজনের ফলে সংস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অংশীজনের পক্ষ থেকেও সংস্থার প্রতি অভিযোগ হ্রাস পেয়েছে। তিনি সকলকে আইনের মধ্যে থেকে সেবা সহজীকরণের পরামর্শ দেন।

১৬। সভায় সভাপতি সদস্য (প্রশাসন) মহোদয় বলেন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর অংশ শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন স্বরূপ বাপবিবো'র সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচ্য সভা আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিআরইবি সিস্টেমে সকল নীতিমালা সুস্পষ্ট ও লিখিত। উক্ত নীতিমালা মেনে চললে ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করা সম্ভবপর হবে। শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন স্বরূপ গ্রাহককে হয়রানি না করা, উত্তম গ্রাহক সেবা প্রদান করা ইত্যাদির বিষয়ে জোর তাগিদ দেন। এছাড়াও, নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনে অধিকতর সচেষ্ট হওয়া ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আরো শুদ্ধাচারী হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

১৭। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(মোঃ হাসান মারুফ)  
যুগ্মসচিব ও সদস্য (প্রশাসন)  
বাপবিবো, ঢাকা

**কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

- ০১। নির্বাহী পরিচালক/প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প/পওপ)/নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব) এবং ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, এপিএ বাস্তবায়ন কমিটি, বাপবিবো
- ০২। পরিচালক, মানব সম্পদ/সংগ্রহ/হিসাব/আর্থিক মনিটরিং (উ. অ./দ. অ./কর্মচারী প্রশাসন/সম্পত্তি ও লজিস্টিক/ সিএসএন্ডএম/এসইএন্ডডি পরিদপ্তর, বাপবিবো
- ০৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (এনার্জি অডিট এন্ড ট্যারিফ)-এর কার্যালয়, বাপবিবো
- ০৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো (ওয়েবসাইটে আপলোড করণের অনুরোধসহ)

{ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নিকট  
কার্যবিবরণী প্রেরণের অনুরোধসহ }

**জ্ঞাতার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

- ০১। সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/প্রকল্প অফিস/বিভাগ প্রধান, বাপবিবো
- ০২। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার, সকল পবিস
- ০৩। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো
- ০৪। একান্ত সচিব, সদস্য (প্রশাসন/অর্থ/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ বিতরণ ও পরিচালন/ সমিতি ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো